এনডিসি এবং ডিএসসিএসসি-এর যৌথ সভা উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, বুধবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৪২০, ১২ মার্চ, ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এনডিসি এবং ডিএসসিএসসি-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি,
উপ-সভাপতিবৃন্দ ও সদস্যগণ,
সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতার মাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ-এর ১৫তম যৌথ সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ বাংলাদেশের দুটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান দুটি উন্নত মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতোমধ্যে সুপরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা অর্জনের পিছনে এ প্রতিষ্ঠান দুটির অবদান অপরিসীম।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, প্রতিষ্ঠান দুটি হতে এযাবত বন্ধুপ্রতীম ৩৭টি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আমি আশাবাদী, দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠান দুটি সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

বর্তমান বিশ্বে প্রতিরক্ষা তথা জাতীয় নিরাপত্তার পরিধি ও পরিসর বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ধারণার সাথে সাথে ব্যক্তি, অর্থনৈতিক, জাতীয় সমৃদ্ধি ও পরিবেশগত নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনের সদস্যদের জন্য প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করে আসছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ইতোমধ্যেই সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনে এ ধরণের প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সকল কমান্ড্যান্ট, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিসহ যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সঠিক দিকনির্দেশনায় উভয় প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আরও আনন্দিত হয়েছি যে, এ প্রতিষ্ঠান দুটির প্রশাসন বরাবরই তাদের সম্পদ, প্রশিক্ষণ উপকরণ, সুযোগসুবিধা এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণগত ও আবাসিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেই।

এর আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সম্প্রসারিত বি-টাইপ অফিসার্স আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি সি ও ডি টাইপ বহুতল অফিসার্স আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের একটি বহুতল অফিসার্স আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি বহুতল একাডেমিক ভবন নির্মিত হচেছ। অবকাঠামোগত এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান দুটির সার্বিক মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রতিষ্ঠান দুটি আগামী বছরগুলোতে যাতে যুগোপযোগী ও আরও কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অধিকতর সুপরিচিতি লাভ করতে পারে, সেদিকে বোর্ডের সকল সদস্যকে সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সূচনা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং সভার কাজ পরিচালনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...